ভ্রুক্ষেপ করো না পশ্চাতে

জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথটি বড়ই কন্টকাকীর্ণ। এতে চলতে হলে প্রয়োজন নিজে সবর করা, পরস্পরকে সবরের উপদেশ দেওয়া এবং একতার শক্তিতে বলীয়ান থাকা। আরেকটি অপরিহার্য বিষয় হলো, এ পথের দুর্গমতা ও বিপদাপদের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া। নবী-রাসূলগণ যা কিছুর সম্মুখীন হয়েছিলেন, এ পথের পথিকদেরও তার সম্মুখীন হতে হবে, যেমন- হত্যা, আঘাত, জখম ইত্যাদি। সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ যত ধরণের অত্যাচার ও শাস্তির সম্মুখীন হয়েছেন সেগুলোরও সম্মুখীন হতে হবে। তাদের জীবনচরিত দেখুন, বিজয় আসার পূর্বে তারা কত দুঃখ-কষ্ট ও কম্পনের মধ্য দিয়ে গেছেন।

মুসলিম হিসেবে আমাদের জানা থাকা উচিত, হক্ব আর দুনিয়াবী নিরাপত্তার মাঝে ওত-প্রোত সম্পর্ক নেই, আর বিজয়ের প্রতিশ্রুতি ও নিহত হওয়ার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। বরং মুজাহিদগণ তো মৃত্যুকেই খুঁজে বেড়ান এবং মৃত্যুও তাদেরকে খুঁজতে থাকে। এর দলীল হলো, মহান আল্লাহ নবীগণ ও তাদের অনুসারীদের সম্পর্কে বলেন:

{إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ}.

{নিশ্চয় আমি আমার রাসূলদের এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সাহায্য করব দুনিয়ার জীবনে, আর যেদিন সাক্ষীগণ দাঁড়াবে।}

কজেই, বিজয় কখনো আসে নবীদের জীবদ্দশায়, যেমনটি আমরা দেখি, মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী জাতিসমূহের ধ্বংস ও নবীগণকে বাঁচিয়ে দেওয়ার ঘটনাবলীতে। আবার কখনো আসে তাঁদের মৃত্যুর পরে। যেমনটি ইয়াহয়া, যাকারিয়া ও শা'য়া -আলাইহিমুসসালাম- এর হত্যাকারীদের ক্ষেত্রে হয়েছিলো। আল্লাহ তাদের উপর তাদের শত্রুদেরকে চড়াও করে দেন। ফলে তারা তাদেরকে লাঞ্ছিত করে এবং হত্যা করে। যেমনটি ইমাম তাবারী ও অন্যান্য ইমামগণ বর্ণনা করেছেন ।

আমরা খুব ভালো করেই জানি ও বুঝি, পৃথিবী ধ্বংস হবে, এবং দ্রুতই এর পরিসমাপ্তি ঘটবে। আর কুরআনুল কারীমেও এ বিষয়টি বারবার এসেছে।

{كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا}

{যেদিন তারা তা দেখতে পাবে সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দুনিয়ায় মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাত অবস্থান করেছে!}

তাহলে একজন বুদ্ধিমান কি করে এই দুনিয়ার বিপদাপদ ও দুঃখ কষ্টকে মানদণ্ড ধরতে পারে?

বরং দুনিয়াতে সুখের প্রতিক্ষা এবং না-পাওয়া বিষয় নিয়ে হা-হুতাশ করা তো মূর্খতা ও দুর্বল ইয়াকিনের পরিচয়। ঈমানের সবচেয়ে বড় একটি সুফল তো এই যে, একজন মুসলিম দুনিয়ার কোন দুঃখ কষ্টকে পরোয়া করবে না। কেননা সে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাকে এমন এক জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের সমান। ফলে কোন দুঃখ-কষ্ট এই প্রতিশ্রুতি থেকে তার দৃষ্টি সরাতে পারে না। ধরুন, এক মুমিন বান্দা দেশান্তরিত, নিপীড়িত ও বিতাড়িত হতে হতে পুরো জীবন পার করে দিয়েছে। অতপর সুন্দরভাবে তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে, এবং সে সুসংবাদপ্রাপ্ত হয়েছে। এখন জীবনভর যা কষ্ট সে পেয়েছে, এতে তার কোন ক্ষতি হয়েছে কি? এটাই মুমিনের দৃষ্টান্ত।

বিষয়গুলো নিয়ে যারা চিন্তা করবে, তারা বর্তমান সময়ে নববী মানহাজের উপর অটল অবিচল থাকা মুমিনদের বিপদাপদ দেখে মোটেও অবাক হবে না। কেননা তাদের চেয়ে উত্তম নবী-রাসূল এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ এমন বিপদাপদের স্বীকার হয়েছিলেন। আর এটাই আল্লাহর সুন্নাহ:

{الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ)

{মানুষ কি মনে করেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে?}

মুমিনদেরকে পৃথক করা, তাদের দলকে পরিশুদ্ধ করা এবং কাফেরদেরকে ধীরে ধীরে পাকড়াও এবং ধ্বংস করার এই পরীক্ষা আল্লাহর এমন এক সুন্নাহ, যা কোন মুমিন এড়িয়ে যেতে পারবে না।

আমরা জানি, আল্লাহ তা'আলা রাসুলদেরকে পাঠিয়েছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন সৃষ্টিকূলকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করার এবং তাদের উপর হুজ্জত (প্রমাণ) প্রতিষ্ঠার জন্য। তারমানে এখানে মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী আর অবাধ্যদের একটি শ্রেণি অবশ্যই থাকবে। প্রত্যেক যুগেই এদের উপস্থিতি ছিলো, আর এদের অনাচার থেকে কোন নবী-রাসূলই রক্ষা পাননি। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا}

{আর এভাবেই আমরা প্রত্যেক নবীর জন্য অপরাধীদের থেকে শত্রু বানিয়ে থাকি। আর আপনার রবই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট।}

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

{وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا}

{আর এভাবেই আমরা মানব ও জিনের মধ্য থেকে শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে তারা একে অপরকে চমকপ্রদ বাক্যের কুমন্ত্রণা দেয়।}

এজন্য রাসূলদের অনুসারীদের জন্য এটি আবশ্যক ছিল যে, তাওহিদের পথে যত বিপদ-আপদ তাদের উপর আসে তারা তা সহ্য করবে, তাতে ধৈর্য ধরবে, এবং সামনে এগিয়ে যাবে। কোনো দুর্বলতা বা অবসাদ তাদেরকে বাধাগ্রস্ত করবে না, এবং কোনো ভয় বা দুঃখ তাদেরকে এই পথ থেকে বিরত করবে না।

কেননা বিষয়টির সম্পৃক্ততা রবের রিসালাত (বার্তা) পৌঁছে দেওয়ার সাথে -যার জন্য তিনি সৃষ্টিকূলকে সৃষ্টি করেছেন।

{ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}

{আর আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্যেই যে, তারা কেবল আমার ইবাদাত করবে। }

এবং নবী-রাসূলদের হিসাব-নিকাশে কখনোই ছিল না যে, তারা তাদের এই কাজের মাধ্যমে কোনো দুনিয়াবি লাভ হাসিল করবেন বা শারীরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। দেখুন, মুসনাদে আহমদের একটি হাদিসে এসেছে হেদায়েতের নবী ﷺ বলছেন:

{والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله له أو تنفرد هذه السالفة}

"আল্লাহর শপথ, আল্লাহ আমাকে যে উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন তার জন্য আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতেই থাকবো, যতক্ষণ না আল্লাহ এ দ্বীনকে বিজয়ী করেন কিংবা আমি নিঃশেষ হয়ে যাই।"

তাহলে চিন্তা করুন, কিভাবে তিনি তিনি তাঁর দাওয়াত এবং জিহাদে অগ্রসর হওয়াকে তাঁর পুরো জীবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বানালেন, যদিও এতে তিনি মারা যেতে পারেন। এবং তিনি ﷺ সর্বোচ্চ সততা এবং অবিচলতার সাথে এ পথ পাড়ি দিয়েছেন। ফলে তাঁকে রক্তে রঞ্জিত হতে হয়, তাঁর দাত ভেঙ্গে যায়, এবং মুখে শিরস্ত্রাণের রিং ঢুকে যায়, তাঁর আঙুলেও জখম হয়। অতঃপর তিনি নিজেকে সান্ত্বনা দেন এবং এগুলো আল্লাহর পথে হয়েছে বলে কষ্টগুলো সহজ করে নেন। যেমন বুখারী-তে জুন্দব বিন সুফয়ানের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে,: রসূলুল্লাহ ﷺ এক যুদ্ধে তাঁর আঙুলে আঘাত পেয়েছেন, তখন তিনি বলেছিলেন:

{هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت}.

"তুমি একটি আঙ্গুল ছাড়া কিছু নও;

তুমি রক্তাক্ত হয়েছ আল্লাহরই পথে।"

এসব বিপদাপদে আমাদের জন্য যে শিক্ষা রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে দৃশ্যমান ও গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা হলো, নবী-রাসূলগণ এবং তাদের অনুসারীরা যে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন, তার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহর তা'আলা তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন কিংবা তাদের শত্রুদেরকে সাহায্য করেছেন। আবার এটাকে তাদের ক্ষতি বা ব্যর্থতাও বলা যাবে না। বরং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যই আল্লাহ তাদের কাছ থেকে এ পরীক্ষা নিয়েছেন। অপরদিকে কাফেরদের ক্ষেত্রে এটি অবকাশ এবং ধীরে ধীরে পাকড়াও করার আয়োজন, যাতে তারা তাদের কুফরি, তাওহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, এবং আল্লাহর পথে বাঁধা সৃষ্টির জন্য সবচেয়ে কঠিন শাস্তির অধিকারী হতে পারে।

নবী-রাসূলদের এই মেহনতের ও পরীক্ষার জীবন থেকে আরেকটি শিক্ষা হলো, ঈমান-আকীদা অক্ষুন্ন থাকা জীবন অক্ষন্ন থাকার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যদিও জীবনগুলো খুবই মূল্যবান ও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী

হয়ে থাকে; যেমন, নবী-রাসূলদের জীবন, আলাইহিমুস সালাম। তাহলে যাদের জীবন তাদের চেয়ে কম মূল্যবান তারা কি করবে? বরং মুমিনদের জীবনের মূল্য ততখানি বৃদ্ধি পায় যতখানি সে নবী-রাসূলদের আদর্শ ধারণ করতে পারে। এর ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলা বসে থাকা লোকদের উপর মুজাহিদগণকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

জীবনের পরীক্ষা থেকে আরেকটি শিক্ষা সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, তা হলো: দুনিয়া হিসাব ও প্রতিদানের জায়গা নয়। এটি কেবল একটি আসা-যাওয়ার রাস্তা, স্থায়ী থাকার জায়গা নয়। এখানেও আল্লাহর আদল-ইনসাফ দেখতে পাবেন, কেননা মৃত্যুর পর তিনি চিরস্থায়ী জীবন রেখেছেন। কিন্তু সে জীবনের ঠিকানা কোথায়? হয় শান্তিময় জান্নাত, নয়তো অগ্নিগর্ভ জাহান্নাম -আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে এর থেকে হেফাজত করুন। এই চিন্তা মুসলিমদের অন্তরে সবসময়ের জন্য গেঁথে রাখতে হবে এবং চিরস্থায়ী জীবনকে সামনে রেখেই কাজ করতে হবে। দেখুন, কত লোক নিহত হয়ে সফল, আর কত লোক জীবিত থেকেও ব্যর্থ।

জেনে রাখুন, হে মুসলিম! এই পথে শুধু তারাই টিকে থাকতে পারে যারা আল্লাহর সাথে সত্যবাদী, যারা কেবল আল্লাহর জন্য নিজেদের ঈমানকে খাঁটি করেছে, নিজেদের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস দিয়ে দিয়েছে আল্লাহর জমিনে তাঁর কালিমাকে বিজয়ী করার জন্য, জিহাদ করেছে তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে, বিপদাপদ কিংবা দুঃখ-কষ্টের কোন পরোয়া করেনি, ভ্রূক্ষেপ করেনি শত্রুবাহিনীর কোন ষড়যন্ত্রে। এরাই সত্যিকার অর্থে রিসালাতের ধারকবাহক এবং নবীর উত্তরসূরী -যারা আল্লাহকে ভয় করে, যেভাবে ভয় করতে হয় এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে, যেভাবে জিহাদ করতে হয়।

পক্ষান্তরে যারা বিপদমুক্ত পথ খুঁজে বেড়ায়, দুনিয়া ও তার চাকচিক্যের পিছনে জিহ্বা ছেড়ে হাঁপায়, যারা মনে করে তাদের জীবিত থাকার মধ্যেই স্বার্থকতা, তাগুতের গোলামী করে হলেও; তারা না ইলমের আলোকচ্ছটা পেয়েছে, আর না কোন মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছে। হতে পারে তারা এত পরিমাণ বই-পুস্তক বহন করে আছে, যার ভার কোন গাঁধাও নিতে পারবে না! এ যমানায় এদের সংখ্যা কত বেশি! তাদের মধ্যে আবার সবচেয়ে দুর্ভাগা হলো, যারা হকপন্থাকে জেনে বুঝে পরিত্যাগ করেছে। এটা হয়েছে তার ইয়াকিনের দুর্বলতা, নিয়তের সমস্যা ও স্রষ্টার পছন্দের উপর নিজের পছন্দকে প্রাধান্য দেওয়ার ফলে। এ হতভাগা যদি চুপ থাকতো! কিন্তু না, সে বসে বসে পতিতদের পতনকে বৈধতা দিচ্ছে, আর যারা দৃঢ়-অবিচল, তাদের দৃঢ়তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে!

কাজেই হে মুসলিম মুজাহিদ, নবীদের এবং তাদের অগ্রগামি অনুসারীদের মানহাজ ধরে পথ চলুন। আর দেখুন, যারা জিহাদ বাদ দিয়ে নানা পন্থা নিয়ে বসে আছে, যারা মানুষকে জিহাদ বিমুখ করছে, এবং মুজাহিদগণের ছিদ্রান্বেষণ করে বেড়াচ্ছে —তাদের সাথে নবী-রাসূল ও তাদের অগ্রগামি অনুসারীদের কত পার্থক্য! কেননা নবীদের এবং তাদের অনুসারীদের দাওয়াতের অন্যতম মাইলফলক হলো, তারা স্রষ্টার জন্য অকাতরে জীবন দিয়ে দিয়েছেন। তাদের মিশন ছিলো, আল্লাহর দ্বীন প্রচার করা, তাঁর শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা; তাঁর প্রিয় বান্দাদের নুসরত করা, তাঁর শত্রুদেরকে দমন করা, তাদের আক্রমণ প্রতিহত করা এবং তাদের ভ্রান্ত ও শিরকী মতাদর্শের বুনিয়াদ উপড়ে ফেলা। এতে তাদের জীবন চলে গেলেও তারা কোন ভ্রূক্ষেপ করতেন না। তাহলে যারা নবীদের প্রদর্শিত রাস্তায় নিহত হওয়াকে ক্ষতি ও ব্যর্থতা মনে করে, আর তাগুতের ছায়াতলে জীবন-যাপন করাকে মনে করে মুক্তি ও নিরাপত্তার উপায় – তারা আসলে কাদের পথ অনুসরণ করেছে? পথভ্রষ্টতায় তারা কতদূর চলে গেছে!

কাজেই হে মুজাহিদ, আপন পথে এগিয়ে চলুন, পশ্চাতে ভ্রুক্ষেপ করবেন না। কারণ, তাওহীদ ও জিহাদের কাফেলার পিছনে চেঁচা-মেচি করা লোকদের নিয়ে ব্যস্ত থাকার মতো অলস সময় আপনার কাছে নেই। এটা এমন এক কাফেলা, গন্তব্য পৌঁছা ব্যতীত যারা কোন যাত্রাবিরতি গ্রহন করে না। এ কাফেলার যাত্রা কেবল তখনই থামবে, যখন ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আরব-অনারব সকল রাজধানীগুলোতে এর পতাকা সমুন্নত হবে। অথবা কাফেলার কমান্ডার ও সৈনিকেরা সবাই প্রথম সারীর আনসার ও মুহাজির সালাফদের আদর্শ ধারণ করে এই পথে জীবন দিয়ে দিবে। কতই না সৌভাগ্যবান এ পথের পথিক যারা, আর যারা ধৈর্যের সাথে প্রতিদানের আশায় শাহাদাহকে আলিঙ্গন করেছে। আর কত দুর্ভাগা সে, যে ছিটকে পড়েছে এবং তাকে ফেলেই কাফেলা ছুটে গেছে।